মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর এর পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

১. পটভূমিঃ

আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও নানাবিধ কারণে এদেশের নারী, শিশু ও কিশোরীরা বিভিন্ন সময় নানাভাবে নানা অপরাধমূলক কর্মকান্ডের শিকার হয়। কখনো আবার নিজেরাই বিভিন্ন ভুল পথে পরিচালিত হয়ে বিপদের মধ্যে নিপতিত হয়। এ কারণে অনেক সময়ই তাদেরকে আইনের আওতায় এনে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখার প্রয়োজন পড়ে এবং অন্য কোন কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় জেলখানায় রাখতে হয়। কিন্তু জেলখানার পরিবেশ নিরাপত্তা হেফাজতিদের জন্য, বিশেষ করে তাদের মানসিক বিকাশের জন্য অনুকূল নয়। অনেক সময় তারা আইনগত সুবিধা প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে বিচারাধীন মামলায় জড়িত মহিলা, শিশু ও কিশোরী ভিকটিমরা মামলা চলাকালীন সময়ে যাতে জেলখানা ব্যতিত অন্য কোন স্থানে নিরাপদ আবাসন, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় আইনগত সুবিধা পেতে পারে, সে লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ২০০১ সালে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরের ১/৬-এ, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকাস্থ নিজস্ব ভবনের ৫ম তলায় ৭টি কক্ষে ৪০-৪৫ জন হেফাজতীকে আশ্রয় প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রকল্পটি এক বৎসর পরিচালিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে সে সময় এর পরিসর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থায়ী আবাসনকেন্দ্র স্থাপনের জন্য গাজীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন মোগরখাল মৌজায় এক একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ শেষে বিগত ১৭/০৪/২০১১ খ্রিঃ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক কেন্দ্রটি উদ্বোধন করা হলে লালমাটিয়াস্থ আবাসন কেন্দ্র হতে সে সময়ের হেফাজতিদের উক্ত নতুন আবাসন কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। সেই থেকে কেন্দ্রটিতে বিভিন্ন মামলার ভিকটিমরা বসবাস করে আসছে।

স্থায়ী এ কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় আলোচ্য নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হলো।

২. মূল উদ্দেশ্যঃ

বিভিন্ন মামলার ভিকটিম মহিলা, শিশু ও কিশোরীদের আদালতের নির্দেশে বিচারকালীন নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থা করা।

৩. বিশেষ উদ্দেশ্যঃ

(ক) কোর্ট থেকে নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রে প্রেরিত হেফাজতিদের নিরাপত্তা বিধান;
(খ) বিনা মূল্যে তাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা;
(গ) নির্ধারিত শুনানীর দিনে হেফাজতিদের নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা এবং কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা;
(ঘ) কেন্দ্রে অবস্থানকালে দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে তাদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
(ঙ) কেন্দ্রে অবস্থানকালে হেফাজতিদের শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ সম্ভাব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
(চ) হেফাজতিদের মানবাধিকার সমুন্নত রেখে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের জন্য কাউন্সেলিংসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা প্রভৃতি।

৪. কেন্দ্রের অবকাঠামোঃ

কেন্দ্রটিতে হেফাজতীদের আবাসন ও অফিসের জন্য তিন তলা বিশিষ্ট একটি ডরমেটরী ভবন, একতলা বিশিষ্ট হোস্টেল সুপারের বাসভবন ও গার্ডরুম এর ব্যবস্থা রয়েছে। সমগ্র ক্যাম্পাসটি ১৬(ষোল) ফুট উঁচু সীমানা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

১৪. **পরিচালনা ব্যয়:**

১৪.১ **খাদ্য:**

আশ্রয়প্রাপ্ত প্রতি হেফাজতির খাবার খরচ মাসে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা, তবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে অধিদপ্তর এ বিষয়ে সময়ে সময়ে ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

১৪.২ **পোষাক:**

(ক) মহিলা ও কিশোরী হেফাজতিরা প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর ১ (এক) সেট করে বছরে মোট ৪ (চার) সেট সালোয়ার-কামিজ-স্কার্ফ অথবা ৪ (চার) সেট ম্যাক্সি-পেটিকোট-স্কার্ফ, শীতকালে ২ (দুই) টি করে শীতবস্ত্র এবং প্রতি ৬ (ছয়) মাসে ১ (এক) জোড়া করে স্যান্ডেল পাবে;

(খ) হেফাজতিদের সাথে শিশু থাকলে প্রতিটি শিশু প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর বছরে মোট ৪ (চার) সেট সাধারণ ও ২ (দুই) সেট শীতকালীন পোষাক পাবে। এছাড়া প্রতিটি শিশু প্রতি ৬ (ছয়) মাসে ১ (এক) জোড়া স্যান্ডেল/জুতা পাবে;

(গ) এছাড়াও প্রত্যেক হেফাজতি প্রতি ৬ (ছয়) মাসে ১ (এক)টি করে তোয়ালে পাবে;

(ঘ) ঈদ/পূজা উপলক্ষ্যে বছরে একবার বাজার মূল্যে প্রয়োজনীয় প্রসাধন সামগ্রী প্রদান করতে হবে;

(ঞ) বড়দের প্রতিসেট পোষাকের মূল্য হবে ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) এবং বাচ্চাদের প্রতিসেট ৮০০/- (আটশত টাকা), প্রতিজোড়া স্যান্ডেল/জুতার মূল্য হবে ৩০০/- (তিনশত টাকা)।

(চ) **অন্যান্য সামগ্রি:**

প্রত্যেক হেফাজতি প্রতি মাসে ২(দুই)টি গায়ে মাখার সাবান, ২(দুই)টি কাপড় কাচার সাবান, ১০ (দশ)টি মিনি প্যাক শ্যাম্পু, ২(দুই) বোতল (১০০ মিঃ লিঃ) নারিকেল তেল পাবে। এছাড়াও মাসে একটি করে টয়লেট টিস্যু, প্রয়োজন অনুযায়ী স্যানিটারী ন্যাপকিন এবং ট্যালকম পাউডার ও ভেসলিন (৫০ গ্রাম), লোশন (৩০০ মিঃ গ্রাঃ) পাবে।

১৪.৩ **চিকিৎসা:**

আবাসন কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী হেফাজতিদের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীর সহায়তায় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে অবস্থিত ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কাউন্সিলর প্রয়োজন অনুসারে আবাসন কেন্দ্রে যেয়ে কাউন্সেলিং করবেন অথবা টেলিকাউন্সেলিং করবেন। কেন্দ্রে যাবার ক্ষেত্রে উপপরিচালক (ম্যাজিস্ট্রেট) তার/তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করবেন।

১৪.৪ **প্রশিক্ষণ মালামাল:**

হেফাজতিদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রি ক্রয়ের লক্ষ্যে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।

১৪.৫ **বাগান তৈরী ও পরিচর্যা:**

কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ফুল-ফল ও সবজি বাগান তৈরী ও পরিচর্যার জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকবে।

১৪.৬ **দিবস উদযাপন:**

বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন এর জন্য বাজেটে পৃথক বরাদ্দ থাকবে।

১৪.৭ **ষ্টেশনারী:**

কেন্দ্রের অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনা, প্রত্যেক হেফাজতির জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের রেজিষ্টার খাতা, কাগজ-কলম ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪.৮ **যানবাহনের জ্বালানী:**

আদালতের নির্দেশ মোতাবেক হেফাজতিদের শুনানীর জন্য আদালতে প্রেরণ, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে বা আদালতের নির্দেশে অন্য কোন স্থানে প্রেরণের এবং অফিস কার্যক্রম পরিচালনায় যানবাহনের প্রয়োজনীয় জ্বালানীর সংস্থান বাজেটে থাকতে হবে।

১৪.৯ **ক্রয় ও মেরামত:**

দীর্ঘ ব্যবহারে কেন্দ্রের আসবাব ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে পড়লে পরিবর্তন বা মেরামতের প্রয়োজনে নতুন জিনিসপত্র ক্রয় ও পুরাতন জিনিসপত্র মেরামতের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ থাকতে হবে।

১৫. হেফাজতি গ্রহণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত:

১৫.১ কেবলমাত্র আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে আগত হেফাজতিদের অত্র কেন্দ্রে আশ্রয় প্রদান করা হবে এবং আদালত থেকে অব্যাহতি আদেশ প্রাপ্তি পর্যন্ত তারা কেন্দ্রে অবস্থান করতে পারবে।

১৫.২ একজন হেফাজতিকে কেন্দ্রে গ্রহণ করার সময় তার সকল প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন- নাম, বয়স, ঠিকানা, আগমণের তারিখ ও সময়, পরিবারের তথ্য ও কোন্ আদালত থেকে প্রেরণ করা হলো তা রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে তার নামে একটি নথি খুলে উক্ত নথিতে সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ছবি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য, আগমণের কারণ এবং তার সঙ্গে আনীত মালামালের একটি হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। কেন্দ্রে অবস্থানকালে তার শারীরিক, মানসিক বা অন্য যে কোন বিষয়ে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হবে তার তথ্যও উক্ত নথিতে যথানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫.৩ হেফাজতিকে কেন্দ্রে গ্রহণ করার সময় তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫.৪ কেন্দ্রে গ্রহণ করার পর একজন হেফাজতিকে পৃথক বিছানা, বালিশ, প্রয়োজনে কাপড়-চোপড় এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি (গোসলের সাবান, কাপড় কাচার সাবান, দাঁতের মাজন প্রভৃতি) সরবরাহ করতে হবে।

১৫.৫ কেন্দ্রে অবস্থানকালে একজন হেফাজতির জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ এবং মেনু অনুযায়ী পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া মাসে দুই দিন এবং বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করতে হবে।

১৫.৬ কেন্দ্রটিতে হেফাজতিদের বিনোদনের জন্য টিভি, হারমোনিয়াম, ঢোল-তবলা ইত্যাদির এবং অভ্যন্তরীণ খেলাধুলার জন্য লুডু'র ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ধর্মীয় গ্রন্থ, গল্পের বই ইত্যাদিসহ একটি দৈনিক পত্রিকা ও একটি ম্যাগাজিন (পাক্ষিক/মাসিক) সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫.৭ আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানীর দিন হেফাজতিদের নিরাপত্তার সাথে আদালতে প্রেরণ ও কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হেফাজতিদের বিষয়ে আদালত ও পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে প্রদত্ত পুলিশ টীমের মাধ্যমে হেফাজতিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

২০. **নিরীক্ষণ:**

কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর্যায়ে ও বৎসরান্তে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ছাড়াও সরকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

২১. **খাদ্যদ্রব্য যাচাই-বাছাই কমিটি:**

আবাসন কেন্দ্রে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্য নিম্নরূপভাবে যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই অন্তে গ্রহণ করতে হবে।

(ক) হোস্টেল সুপার, মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।

(খ) উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, গাজীপুর এর কর্মকর্তা পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

(গ) সহকারী হোস্টেল সুপার, মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।

(ঘ) ষ্টোর কিপার, মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।

(ঙ) বাবুর্চী, মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।

২২. এছাড়া কর্তৃপক্ষের নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে যে কোন সময় যে কোন ধরনের সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যাবে।

মো: সায়েদুল ইসলাম
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়